সংবাদ

তারিখ NOV. ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণে অব্যবস্থা থেকে শিক্ষা

য়েদের শিক্ষার জন্য দেশের সেরা স্কুল বলে পরিচিত ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মিডিয়
থম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। অবরোধসহ রাজনৈতিক সহিংসতা
লে ভর্তি ফরম পাওয়া যাবে না- এ আশঙ্কায় রাজধানীর এ স্কুলটিতে প্রথম দিন হাজার হাজার অভিভাবক
মান। উপচেপড়া ভিড় সামলাতে কর্তৃপক্ষকে হিমশিম খেতে হয়। ভিড়ের চাপে এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে
শ কয়েকজন মহিলা অভিভাবক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাদের একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে
তিটি ফরম ২০০ টাকা বিক্রির এ ধরনের পুরনো পদ্ধতির জন্যই অভিভাবকদের ভোগান্তির শিকার হতে হ
ভোর চারটা থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার অভিভাবকরা ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বেইলি রোডের
্যাম্পাসে আসতে থাকেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে মহিলা ও বয়স্ক অভিভাবকরা ক্লান্ত হয়ে পড়েন। ল
াগে পিছে দাঁড়ানো নিয়ে ঝগড়াঝাটিও হয়েছে। সর্বসাকল্যে ১ হাজার ২৬০টি আসনের জন্য গত শনিবার
জারের বেশি ফরম বিক্রি হয়েছে। আগামী ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম বিক্রি হবে। প্রয়োজন হলে ফরম বিত
ময় দু'দিন বাড়ানো যেতে পারে বলে কলেজের অধ্যক্ষা জানিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীতে যে ১ হাজার ২৬০
ত্রী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে তারা স্কুলের বেইলি রোডের মূল ক্যাম্পাসসহ ভিকারুননিসা স্কুলের বসু
নমণ্ডি ও আজিমপুর শাখায় পড়াশোনা করবে।

অভিভাবকদের দুর্ভোগ এড়ানোর জন্য ফরম বিতরণের নিয়ম আরও 'সুন্দর ও সুষ্ঠু' হওয়া উচিত বলে অ
ভিভাবকই মনে করেন। ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা স্কুলের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ফরম বিক্রি করা যেত।
বচেয়ে ভাল হয় যদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফরম বিক্রির একটা উপায় উদ্ভাবন করা হয়। এ ব্যবস্থায়
াবেদনপত্র বাবদ ২০০ টাকা কীভাবে দেয়া যায় তা খুঁজে বের করা কঠিন নয়। আর ব্যাংকের মাধ্যমে যদি
ক্রির সিদ্ধান্ত হয়, তবে ব্যাংকের একাধিক শাখায় বিক্রির ব্যবস্থা থাকলে চাপ কমবে। তাতে রাজধানীর ব
কেও ভর্তির আবেদন করা সহজ হবে। যেভাবেই হোক ফরম বিতরণের এ মান্ধাতা আমলের পদ্ধতি বদল
রকার।

রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলের বাংলা মিডিয়ামে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করানোর জন্য এত বিপুলসং
ভিভাবকের আগ্রহ প্রমাণ করে যে, রাজধানীতে মানসম্মত স্কুলের বড্ড অভাব। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
খানে সবদিক থেকেই অবহেলিত। এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও উপকরণের অভাব। শিক্ষকদের
জরদারি নেই। এলাকার মান্যগণ্যদের সন্তান-সন্ততিরা এসব স্কুলে পড়ে না বলে তাদের আগ্রহও থাকে
সরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে উঁচুমানের বিদ্যালয়ের সংখ্যা খুবই কম। পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্কুলগুলোর উন্
মকে আছে।

ভিকারুননিসা নূন স্কুলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর থেকে চাপ কমাতে হলে রাজধানীতে সমমানের
ল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর সব সরকারি স্কুলের মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের
াগ্রাম হাতে নিতে হবে। বেসরকারি উদ্যোগকেও এক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে হবে।